Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PROCURED
Shri Sri... Ashram
BANARAS.

শ্রীমদ্ বালকব্রহ্মচারিণঃ
উপদিষ্টঃ
তত্ত্বালোকঃ
(প্রথমখণ্ডঃ)

অনন্তভাষ্য
শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
ন্যায়তর্কতীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪।১।১২

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

LIBRARY
No. 9/30C
Sri Sri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY 9/300
Shri Shri Anandamayee Ashram
BHADAINI
VARANASI.

শ্রীমদ্ বালকব্রহ্মচারী
উপদিষ্ট
তত্ত্বালোক
(সংক্ষিপ্ত)

অনন্তভাষ্য

শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
ন্যায়তর্কতীর্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব দর্শন-অধ্যাপক, দেওঘর
বালানন্দ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ,
ও
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনবিভাগের অধ্যাপক।

প্রথম সংস্করণ—১৩৬০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশিকা :—
শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য
পি ৮৮, বি কে পাল এভেনিউ
কলিকাতা—৫

মূল্য—একটাকা মাত্র

মুদ্রাকর :—
শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ
ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

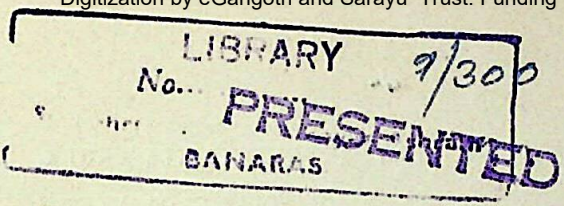

প্রকাশিকার নিবেদন

যে মহাপুরুষের উপদিষ্ট তত্ত্ব লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেই ভগবান্ বালকব্রহ্মচারী মহারাজকে শৈশব হইতে জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। সতর বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মামতো ভাইয়ের পত্নী হইয়া তাঁহার মাতুলালয়ে প্রবেশ করি এবং প্রথম দর্শনেই কিশোর বালকব্রহ্মচারীর তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া একটা অভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধায় আমার মস্তক তাঁহার নিকট নত হইয়া পড়িতে চায়। ২।১ দিনের মধ্যেই সেখানে ২।৩টি ঘটনায় তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও আশ্চর্য্য বিভূতির পরিচয় পাই; তথাপি বালকব্রহ্মচারীকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করা তখনও সম্ভব হয় নাই। সেই সময় তাঁহাকে অনন্যসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সেদিন স্বীকার করিতে না পারিলেও আজ বলিতে বাঁধা নাই যে, আত্মাভিমানই সেদিন আমাদের অন্তরায় হইয়াছিল; কারণ, সম্পর্কে কনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিজের ভাইকে, ছেলেকে বা দেবরকে ভগবান্ বলিয়া মনে করা যে কত শক্ত তাহা প্রত্যেকেই চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশ * হিসাবে আমার শ্বশুরগোষ্ঠীর একটা প্রতিপত্তি ও তদনুরূপ একটা আত্মাভিমানও আমাদের সকলের ছিল। কিন্তু জ্ঞান জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ অপেক্ষা রাখে না, মূর্খ-বিদ্বান বিচার করে না, ব্যবহারিক গুরু-লঘুর তারতম্য সেখানে থাকে না, জ্ঞানী সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের পূজ্য; তাই আমার স্বামী ভগবান্ বালকব্রহ্মচারীর জ্যেষ্ঠ মাতুল ভ্রাতা ভগবান্ বালকব্রহ্মচারীর শ্রীচরণে প্রতিনিয়ত আপনাকে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন। বর্ত্তমান গ্রন্থের ভাষ্যকার আমার পিতৃদেব পণ্ডিত-প্রবর শ্রীঅনন্তকুমার ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয় আত্মীয়সম্বন্ধে ব্রহ্ম-চারী ভগবানের পূজনীয় ও বয়সে পিতৃতুল্য; কিন্তু ভারতবর্ষের দর্শনাকাশের উজ্জল জ্যোতিষ্ক এই প্রবীণ বৈদান্তিক ভগবান্ বালকব্রহ্মচারীর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রকাশিত বিষয়বস্তুসম্পর্কে কিছু বলার মত জ্ঞান আমার নাই; তবে ব্রহ্মচারী ভগবানের করুণালাভে প্রাণী মাত্রেরই জন্ম সার্থক হইবে ইহাই আমার ধারণা।

শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য

---

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিষ্ণুদাস ঠাকুরের ত্রয়োদশ পুরুষে মহাপ্রভুর পুনরাবির্ভাবের কথা আমার শ্বশুরের বংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. 9/308
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

মুখবন্ধ

PRESENTED

বালকব্রহ্মচারী শ্রী১০৮ বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহারাজের জন্ম-তিথির উৎসব উপলক্ষে দীপান্বিতার দিন ৫।১১।৫৩ খৃঃ তারিখে (অতি অল্পদিন পূর্ব্বে) তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় উৎসব উপলক্ষে বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমি আসিলে আমাকে তাঁহার অতি নিকটেই মঞ্চের উপরে বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া হইল। আমি যথা নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলাম, অল্পক্ষণ পরে তাঁহার ভক্ত শ্রীযুক্ত অজিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে কয়েকখানা পুস্তক দিলেন। ঐ পুস্তকগুলিতে ব্রহ্মচারী ভগবানের উপদেশাবলী মুদ্রিত হইয়াছিল। আমি ঐ স্থানে বসিয়াই দুই একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম যে, অতি নিগূঢ় তত্ত্বরাজি উহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সভাতেই ব্রহ্মচারী ভগবানের পুস্তক সম্বন্ধে আমাকে কিছু মন্তব্য করিতে অনুরোধ করা হয় এবং আমি সামান্য কিছু মন্তব্য করি। মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারী ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে অন্য একদিন আসিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। দুই একদিন পরেই আমি তাঁহার নিকট আসি। সেই দিন কথোপ-কথনে তাঁহার তীব্র প্রতিভার সামান্য মাত্র পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই, শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত হইয়া যায়। তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়াছিলেন যে, "আমি সংস্কারবিনির্ম্মুক্ত-ভাবে তত্ত্বদর্শন লাভ করিয়াছি।" অপরে সংস্কারের বেড়াজালে জড়িত হইয়া তত্ত্ব-বিচার করে। সেই কারণে, তাহারা অতি অল্পেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে। এই কারণেই বিচারের তীব্র কশাঘাতে তাহারা চঞ্চল হইয়া পড়ে। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, শাস্ত্রের স্বীকৃততত্ত্ব লইয়া (যাহা বাস্তবিক পক্ষে আমাদের বুদ্ধিস্থ হয় নাই) আমরা যে বিচার করি তিনি সেইরূপ বিচারের মূল্য দেন না। বুদ্ধিস্থ তত্ত্বকে লইয়াই স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্ব-বিচারকে তিনি ভালবাসেন। ইহাতে যদি কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত নাও হয়, তাহাই কল্যাণকর বলিয়া তিনি মনে করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই প্রণালীতেই তত্ত্ব-বিচার করিয়াছি এবং আমার বিচার-প্রণালীর তিনি প্রশংসা করিয়াছেন এবং ঠিক্ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারের প্রণালী দেখিয়া হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে শূন্যবাদী বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে শূন্যবাদী বলিয়া বুঝি নাই, আমি তাঁহাকে সকল বাদের অতীত বলিয়াই বুঝিয়াছি। যাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
BANARAS

আমি সকল বাদের ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেখিয়াছি তাঁহাকে অমুকমত-বাদী বলিয়া মিথ্যা ভাষণ করিতে পারি না। সকল বাদের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, যে নির্ম্মম বিচার-প্রণালীর অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, এই প্রবন্ধে আমি তাহারই দিগ্-দর্শনমাত্র করিলাম। যাঁহার ইঙ্গিতে বিচার করিয়াছি, তাঁহারই পাদপদ্মে ইহা সমর্পণ করিলাম। ব্রহ্মচারী ভগবান্ প্রসন্ন হউন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

ইতি

রাসপূর্ণিমা, ১৩৬০ সন

শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৩০০

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

সীমন্ত বালকব্রহ্মচারী

উপদিষ্ট

তত্ত্বালোক

(সংক্ষিপ্ত)

পরিদৃশ্যমান এই মৃন্ময় পৃথিবীতে যুগে যুগে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ধরাতলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীভগবান্ স্বয়ংও ইহা বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি নানাযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। অনেক বার অনেকরূপে ভগবান্ পৃথিবীতে আসিয়াছেন, কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, অবতীর্ণ ভগবান্‌কে সকল দেশের সকল মানুষ সমানভাবে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অনেকে সাক্ষাৎ ভগবানেরও মিথ্যা-চাতুর্য্য বা লাম্পট্যাদি নানাদোষের কল্পনা করিয়া তাঁহাকে সাধারণ মানুষ হইতেও হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর কতকগুলি লোক নিজসৌভাগ্যবশে বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরও যেমন ভগবান্, সেইরূপ, যাঁহারা তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকটও তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞাতভাবে ভগবান্‌ই ছিলেন। কারণ, ভগবত্তা কাহারও জানা, না জানা বা বিপরীত জানার অপেক্ষা রাখে না। ভগবানের ভগবত্তা স্বাভাবিক, উহা অনন্যসাপেক্ষ।

বর্ত্তমানে ধর্ম্মের নানাপ্রকার গ্লানি দেখিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত ভগবান্ যদি বালকব্রহ্মচারীর সাজে আসিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই। পূর্ব্বপূর্ব্বেও যেমন সকল মানুষ সমানভাবে ভগবানের ভগবত্তা বুঝিতে পারে নাই, অথবা বিপরীত বুঝিয়া তাঁহাকে মিথ্যাচারী বা লম্পট বলিয়া জনসমাজে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও আমাদের বালকব্রহ্মচারী ভগবানকে কেহ কেহ ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে না পারেন বা বিপরীত বুঝিয়া তাঁহাকে নানাদোষে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিবেন, ইহাতে আমরা আশ্চর্য্যন্বিত হইব না। কারণ, পৃথিবীর মানুষ ভগবান-সম্বন্ধে চিরকালই উক্তরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আমরা যে কারণে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিয়াছি তাহা সুস্পষ্ট, কাহারও প্রশংসা বা নিন্দায় আমাদের ভগবানের ভগবত্তা বৃদ্ধি বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না, উহা শাশ্বত, উহা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

যদি ধর্ম্মসংস্থাপনই ভগবদবতারের নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ নিমিত্তটি বর্ত্তমানে সর্ব্বথা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত তাঁহারাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাপ্রকার কুসংস্কারবশে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া অর্থ ও প্রাণহীন কতকগুলি আচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন। সুতরাং, বালকব্রহ্মচারীর অবতরণকাল যে, ভগবদতরণের পক্ষে নিতান্তই উপযোগী তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভৃতি অপরাপর কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা ভগবানকে চিনিতে পারা যায়। আমরা বালকব্রহ্মচারীর সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ। কারণ, এমন তত্ত্বের তিনি উপদেশ করিয়াছেন, যাহা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। ঐশ্বর্য্যের কথা বলিলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, অণিমা লঘিমাপ্রভৃতি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য তাহাতে পূর্ণভাবেই বিদ্যমান আছে। সুতরাং, যতই বিচার করি, আমরা ততই আমাদের বালকব্রহ্মচারীর ভগবত্তায় নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া যাই। তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিলে মানুষের কল্যাণ ভিন্ন অ[illegible]ণের কোনও কথাই উঠে না--ইহাই আমাদের বিশ্বাসের মূলভিত্তি। বারান্তরে এইসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

ব্রহ্মচারী ভগবানের অপার ঐশ্বর্য্যের বিস্ময়কর পরিচয় তাঁহার কৃপায় তদীয় অগণিত ভক্তগণ অসকৃৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাঁহারা স্বতন্ত্র ভগবানের অহৈতুকী করুণা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচারী ভগবান্ স্বতন্ত্র বলিয়াই কোনও লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কিছু করেন না। করা না করা সর্ব্বথাই তাঁহার ইচ্ছাধীন। যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতজিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মচারী ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হইবেন, তিনি অবশ্যই যথাসময়ে অভিমত ফললাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। আর যিনি মাৎসর্য্য বা অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানকে কদর্থিত করিতে ভাষার অপব্যবহার করিবেন, তিনি ভগবানকে কদর্থিত করিতে পারিবেন না, বিপরীতভাবে নিজে নিজকেই কদর্থিত করিবেন।

ব্রহ্মচারী ভগবান্ বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব গম্ভীর তত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণজ্ঞান কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। আমাদের ন্যায় অল্পপ্রজ্ঞ লোকের পক্ষে তাদৃশ গম্ভীর তত্ত্বের সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ অনুভূতি সর্ব্বথা অসম্ভব। তথাপি, তাঁহার করুণায় আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ করিলাম। তাঁহারই প্রদত্ত পুষ্পে মালা গাঁথিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। ইহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হউন।

উপক্রম, উপসংহার ও মধ্যনির্দ্দেশাদি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণায়ক নিঙ্গের সাহায্যে ব্রহ্মচারী ভগবানের উপদেশাবলীর পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি সকলকেই জানার পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ করেন। এক্ষণে, আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, তিনি কাহাকে জানা বলেন, এবং কোনটীকে তিনি জানার পথ বলেন এবং কাহাকে তিনি অগ্রসর হওয়া বলেন। উক্তপ্রকারে বাক্যান্তর্গত পদের অর্থের প্রত্যেকতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয় না পাইলে সম্পূর্ণবাক্যের সুস্পষ্টভাবে অর্থজ্ঞান হইবে না। আমরা প্রথমতঃ উক্ত বাক্যান্তর্গত "জানা" প্রভৃতি পদগুলির যদি লোকসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানগুলিকেই জানা, ইন্দ্রিয় ও রূপ, রসাদি বিষয়গুলিকে পথ এবং উক্ত বিষয়গুলির বিশ্লেষণমুখী সূক্ষ্মতরতমাদি সুস্পষ্ট অবধারণাত্মক জ্ঞানের সমুন্মেষকে অগ্রসর হওয়া বলিতে পারি। এক্ষণে, জ্ঞানের পথে এগিয়ে যাওয়া এই সম্পূর্ণ বাক্যের নিম্নোক্ত প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত যে রূপ রসাদি অর্থগুলি, তৎসম্বন্ধে বিশ্লেষণমুখী যে চরমজ্ঞান, তাহাকেই প্রাপ্তব্য অর্থাৎ কল্যাণকর বলিয়া ব্রহ্মচারী ভগবান্ আমাদিগকে বলিতেছেন।

ব্রহ্মচারী ভগবান্ত জানাকেই অর্থাৎ জ্ঞান বা অনুভূতিকেই প্রাপ্তব্য বা কল্যাণকর বলিলেন। আমরাও যদি বাস্তবিক পক্ষেই জানাকে কল্যাণকর বলিয়া অবধারণ করিতে পারি, তবেই'ত তাঁহার কথা বুঝা হইবে, অন্যথা উহা কথাই থাকিয়া যাইবে। অতএব, সাধারণভাবেও ইহা আমাদের বুঝা চাই যে, জানা কেমন করিয়া কল্যাণকর হয়। আমরাত সাধারণতঃ জানাকে কল্যাণকর বলিয়া বুঝি না, পাওয়া অর্থাৎ ক্রিয়াকেই কল্যাণকর বলিয়া মনে করি। কারণ, কি করিয়া খাইতে হয়, তাহা ভালভাবে জানা থাকিলেও, খাওয়া কাজটি না হইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং, ক্রিয়াই চরম ফল, জ্ঞান নহে। অতএব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের বুঝা আবশ্যক যে, ভগবান্ কেমন করিয়া জ্ঞানকে কল্যাণকর বলিতে পারেন।

ইহার উত্তরে আমরা প্রথমতঃ বলিব যে, জ্ঞানের কল্যাণকরত্ব, না বুঝার নিমিত্ত, আমরা যখন অসুবিধায় পড়িয়াছি, তখন, উহা বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাদের অসুবিধা থাকিবে না। সুতরাং, জানিলে অসুবিধা দূর হয় ইহা যখন আমরা জানি, তখন আমরা কেমন করিয়া ইহা বলিতে পারি যে, জ্ঞান কল্যাণকর নহে? আরও কথা এই যে, খাওয়ারূপ ক্রিয়া নিজে অজ্ঞাত থাকিলে আমাদের বাস্তবিক তৃপ্তি কি হয়। ভোজ্য বস্তুর রসাস্বাদ অর্থাৎ রসজ্ঞানই আমাদের তৃপ্তি। ভোজনক্রিয়া ঐ রসজ্ঞান, রূপ তৃপ্তির সাধন, উহা স্বয়ং আদৌ তৃপ্তি নহে। সুতরাং, বিচার করিয়া দেখিলে জ্ঞানেরই কল্যাণকরত্ব পাই, ক্রিয়ার নহে। এক্ষণে, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, জ্ঞানই কল্যাণকর। অতএব, ব্রহ্মচারী ভগবান্ জ্ঞানকে কল্যাণকর বলিয়া ভালই করিয়াছেন। আমরা না বুঝিয়া বা ভুল বুঝিয়াই অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম।

এক্ষণে, আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, পূর্ব্বে "জানা" এই কথাটীর অর্থরূপে আমরা যে ঐন্দ্রিয়কাদি জ্ঞাননামক একটী অর্থকে সাধারণভাবে ধরিয়া লইয়াছি, উহার স্বরূপ কি এবং কি প্রণালীতে উহা কাজ করে। বুদ্ধিবস্তুটী যদি ফল পুষ্পাদি বাহ্য বস্তুর ন্যায় কোনও সাকার বস্তু হইত, তাহা হইলে আমরা বুদ্ধিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া দিতে পারিতাম এবং তাঁহারা অনায়াসে উহার স্বরূপ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা কোনও বাহ্য বা সাকার বস্তু নহে। কাজেই, আমরা অগত্যা কথার সাহায্যেই বুদ্ধির স্বরূপ বলিতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু, ইহাতে অসুবিধা এই যে, কথা বিশেষণের সহযোগই অর্থপ্রকাশের সামর্থ্য রাখে, উহা সরল সহজভাবে বস্তুর স্বরূপ বলিতে পারে না। সুতরাং, যতটা সম্ভব তাহাই করা যাইতেছে। বুদ্ধিকে আমরা কতকাংশে স্বচ্ছ শুভ্র দর্পণের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে পারি। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন নীল পীতাদি বর্ণের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমন বুদ্ধিতেও বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রতিবিম্বগ্রহণের ক্ষমতা আছে বলিয়াই, আমরা বুদ্ধির সাহায্যে বস্তুগুলিকে জানিতে পারি। এইপ্রকার হইলেও বুদ্ধি ও দর্পণকে একজাতীয় মনে করিলে ভুল করা হইবে। কারণ, দর্পণের নিজস্ব রং আছে, উহা কঠিন স্বভাব, উহার ওজন আছে, দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি ও বেধ আছে; কিন্তু, বুদ্ধির নিজস্ব কোনও রং, কোনও কাঠিন্য, কোনও ওজন, এবং দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি বা বেধ নাই। অপিচ, দর্পণ বস্তুতঃপক্ষে যে প্রণালীতে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে বা দেখায়, বুদ্ধি ঠিক্ সেইভাবে বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্বগ্রহণ বা প্রকাশ করে না। দর্পণের অপর পৃষ্ঠ পারদাদির দ্বারা আবদ্ধ থাকায় চক্ষুর রশ্মি উহাকে ভেদ করিতে পারে না এবং স্বচ্ছতানিবন্ধন পিচ্ছিল বলিয়া উহা ইন্দ্রিয়রশ্মিকে ধরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিতেও সমর্থ নহে, উহা কঠিন বলিয়া প্রতিঘাতে ইন্দ্রিয়রশ্মিকে প্রতিস্রোতে অর্থাৎ পেছনের দিকে বা ইতস্ততঃ প্রবর্ত্তিত করে। নিজের চক্ষুর রশ্মি নিজের মুখে পড়ায় লোক নিজের মুখ দেখিতে পায়, নিজের পেছনের বা পার্শ্বাদিস্থিত বস্তু দেখিতে পায়। বুদ্ধি ঠিক্ উক্ত প্রণালীতে বস্তুপ্রদর্শন করায় না। সুতরাং, বুদ্ধিকে দর্পণের মতই বুঝিতে হইবে, দর্পণরূপে নহে।

বুদ্ধিকে আমরা আলোকের মত মনে করিতে পারি। আলোক যেমন নীল পীতাদি বস্তুর প্রকাশ করে এবং নিজের প্রকাশে আলোকান্তরের অপেক্ষা রাখে না, নিজের আলোতেই নিজে প্রকাশে পায়, তেমন বুদ্ধিও নীল পীতাদি বস্তুর প্রকাশ করে এবং অপর বুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজে নিজেকে প্রকাশ করে। এই কারণেই, আলোক এবং বুদ্ধিকে স্বপ্রকাশ বা স্বতঃপ্রকাশ বলা হইয়া থাকে। এইরূপে কতকাংশে আলোকের সহিত বুদ্ধির সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের অনন্ত বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। আলোক বস্তুরূপে জড়। কারণ, উহা অপরের নিকটই নীল, পীতাদি বস্তুর প্রকাশ করে, সে স্বয়ং দেখিলাম বলিয়া মনে করে না, বুদ্ধি নিজের নিকটই বস্তুর প্রকাশ করে। বুদ্ধি নিজেই বুঝিলাম বলিয়া মনে করে। আলোক কেবল চক্ষুর বেলায়ই বস্তুর প্রকাশে সহায়তা করে, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বেলায় আলোক নিষ্প্রয়োজন হয়। ঘোর অন্ধকারেও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধের বা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

বিষয়ের গ্রহণ হইয়া থাকে। আলোক যেমন প্রকাশরূপ কার্য্যে সহায়তা করে, তেমন বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রকাশরূপ কার্য্যে সহায়তা করে না; পরন্তু, উহা নিজেই প্রকাশাত্মক। বেদান্তাদিশাস্ত্র যেমন বুদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধি এই তিনটীকে পৃথক্ পৃথক্ বলা হইয়াছে, আমাদের ব্রহ্মচারী মহারাজ কিন্তু, উহাদের নামমাত্রেই ভেদ স্বীকার করেন, তত্ত্বতঃ উহাদের ভেদ তিনি স্বীকার করেন না। বিভিন্ন প্রয়োজনে একই বস্তুর বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তিনি উপদেশ করেন। উক্ত বুদ্ধিকেই তিনি মন বলেন। মন বলিয়া কোনও পৃথক্ তত্ত্ব আছে ইহা তিনি মনে করেন না। কথিত জ্ঞান বা বুদ্ধিই অহংকার বা 'আমি' নামে অভিহিত আছে। এই বুদ্ধি বা জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়ও বস্তুর প্রকাশ করে এবং যুক্তি বা বর্ণনার সাহায্যেও তত্ত্বের প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহা যে ভাবে বস্তুর প্রকাশ করে, যুক্তি বা বর্ণনার সাহায্যে ঠিক্ সেই ভাবে করে না এবং সমানভাবে যুক্তি বা বর্ণনার সাহায্যে জ্ঞানে যে ভাবে বস্তুর স্ফূর্ত্তি হয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেইভাবে হয় না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্নভাবেই তত্ত্বের প্রকাশ করে। রংএর প্রকাশ ও স্পর্শ বা মাধুর্য্যাদি আস্বাদের প্রকাশ, একভাবের নয় বলিয়াই আমরা জানি। রংএর প্রকাশকেও আমরা ঠিক্ একভাবের প্রকাশ বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ, বিভিন্ন অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রং দেখিয়া একই লোকের হর্ষ, শোক বা ভীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের উন্মেষ হইতে দেখা যায়। হর্ষ শোক ভয় বা ইচ্ছা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবগুলিও নিতান্তই বুদ্ধিসম্পর্কী বস্তু। কাজেই, ঐগুলিকে একজাতীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় বুদ্ধির মধ্যে অন্তর্গত বলিলে তত্ত্বহানি হইবে না। এই সকল বর্ণনার সাহায্যে অথবা বুদ্ধি কি বস্তু তাহা আমি জানিব এই ভাবের সংকল্প করিয়া যুক্তি প্রভৃতির সাহায্যে যে বুদ্ধির তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেইগুলিকে আমরা ব্রহ্মচারীর ভাষায় "বুঝের বুঝ" বলিতে পারি। এবং আমরা যে বুঝিলাম না বলিয়া মনে করি, তিনি তাহাকে অবুঝের বুঝ বলিয়াছেন। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝিলাম বলিয়া মনে করে, সেই আবার বিষয়বিশেষে বুঝিলাম না বলিয়া মনে করে। বুদ্ধিরূপে বুঝের বুঝ ও অবুঝের বুঝ এই দুইএর তুল্যমূল্যতাই ব্রহ্মচারী মহারাজ মনে করেন।

এক্ষণে আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, আমাদের বর্ণিত জ্ঞান বা বুদ্ধি বস্তুটী স্থির অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান অথবা অস্থির অর্থাৎ বিনশ্বর-স্বভাব। আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে উক্ত বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বলিব যে, এক-একটী বুদ্ধিসন্তান বা বুদ্ধিপ্রবাহের অন্তর্গত প্রত্যেকটী বুদ্ধিই বিনশ্বর-স্বভাব। একএকটী পুদ্‌গলের অর্থাৎ প্রাণীর সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত একএকটী পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিপ্রবাহ বা বুদ্ধিসন্তান আছে। প্রতি প্রাণীরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিক্ষণে নীল পীতাদি বিষয়ে হয় ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, না হয় যৌক্তিক জ্ঞান, অথবা পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর স্মরণাত্মকজ্ঞান অথবা বাক্যজ শব্দ প্রভৃতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জাগরণ, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা সুষুপ্তি এই সকল বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষণেই কোনও না কোনও জ্ঞান অবশ্যই হইতেছে। এইভাবেই প্রতি প্রাণীর নিজস্ব একএকটী করিয়া বিজ্ঞানসন্তান আজন্ম মৃত্যুপর্য্যন্ত প্রবাহিত আছে। উক্ত বিজ্ঞান সন্তানের অন্তর্গত প্রত্যেক সন্তানী বিজ্ঞানই অর্থাৎ বিজ্ঞানপ্রবাহের অন্তর্গত প্রত্যেকটী বিজ্ঞান ব্যক্তিই উৎপত্তির পরক্ষণে স্থিতিহীনভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। কোনও বিজ্ঞানসন্তানেই পূর্ব্বাপর-ভাবাপন্ন দুইটী বিজ্ঞান সমকালীন হয় না। পূর্ব্বপূর্ব্ব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্ব্বপূর্ব্ব বিজ্ঞানের বিনাশ এবং পরপর বিজ্ঞানের উৎপত্তিক্রমে বিজ্ঞানের প্রবাহ চলিতে থাকে। কাজেই, পূর্ব্বাপরভাবাপন্ন বিজ্ঞানদ্বয়ের সমকালীনতা সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্যক্তিরূপে প্রত্যেক বিজ্ঞানই অস্থির। আমরা যখন দেখি তখন শুনি না। হয় আগে দেখি পরে শুনি, না হয় আগে শুনি পরে দেখি। শোনা ও দেখারূপ দুইটী জ্ঞান, এক সন্তানে এককালে উৎপন্ন হয় না বলিয়াই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় পাই। পূর্ব্বোৎপন্ন দেখা রূপজ্ঞানের থাকাকালেই পরবর্ত্তী শোনারূপ জ্ঞানটী উৎপন্ন হয় বলিয়াও আমরা মনে করিতে পারি না। কারণ, ঐপ্রকার দুইটী বিজাতীয় জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এককালে সমাবেশ হইলে দেখাও দেখা থাকিবে না, শোনাও শোনা থাকিবে না। অর্থাৎ ঐরূপ হইলে দেখাকে দেখা বলিয়া বুঝা বা শোনাকে শোনা বলিয়া বুঝা সম্ভব হইবে না। বিজ্ঞানের ইহাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে, যাহা দেখারূপ জ্ঞান, তাহা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ উহা দেখারূপে নিজকে জানাইয়াই থাকে, যাহা শোনা তাহা শোনারূপে নিজকে জানাইয়াই থাকে। জ্ঞান স্বাত্মাংশে নিজকে গুপ্ত বা বিকৃত করে না। অতএব, ব্যক্তিরূপে বিজ্ঞানকে অবশ্যই স্থিতিহীন উৎপন্ন মাত্রই বলিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিজ্ঞানগুলি স্থিতিহীন উৎপন্ন মাত্র হইলেও অন্যপ্রকার উহারা চিরদিনই থাকিয়া যাইতেছে। কারণ, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত স্থূল কালের অন্তর্গত প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষণেই কোনও না কোনও বিজ্ঞান থাকায় বিজ্ঞানের প্রবাহটী চিরন্তনই হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বজন্ম মানিলেও কোনও প্রাণীরই জন্মের আদি না থাকায় উক্তপ্রবাহ অনাদিই হইয়া যাইবে। বিজ্ঞান-প্রবাহ অনাদি হইলে প্রবাহের চিরন্তনতাও অনাদি প্রসারিতই হইয়া যাইবে। মুক্তি স্বীকার করিলেও আবার প্রবাহের অনন্ততাও আসিয়া যাইবে। পুনর্জ্জন্ম এবং মুক্তি লোকসিদ্ধ না হওয়ায় উহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত দীর্ঘকালে প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় উক্ত কাল পর্য্যন্ত আমরা বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি। যদিও, বিজ্ঞান-সন্তানের অন্তর্গত প্রত্যেক সন্তানী বিজ্ঞান ব্যক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলিকে বাদ দিয়া সন্তানাত্মক কোন পৃথক্ বিজ্ঞান পাওয়া যায় না ইহা সত্য, এবং সন্তানী বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিজ্ঞানই স্থিতিহীন উৎপন্নমাত্র ; তথাপি, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত দীর্ঘকালের অন্তর্গত প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কালেই কোনও না কোন বিজ্ঞান থাকায়, বিজ্ঞান প্রবাহকে স্থায়ী বলিতে কোনও বাধা নাই। লোক-ব্যবহারেও ঐরূপ বস্তুর স্বীকৃতি দেখা যায়। কারণ, বর্ত্তমান কালের গভর্ণমেণ্টের চৌকিদার হইতে রাষ্ট্রপতিপর্য্যন্ত অসংখ্য লোকের কোনও লোকটীই ব্যক্তিগতভাবে গভর্ণমেণ্ট না হইলেও এবং ব্যষ্টি ব্যক্তিগুলিকে বাদ দিয়া পৃথক্ সমষ্টি বস্তু না থাকিলেও, যেমন গভর্ণমেণ্ট আছে, তেমন ভাবেই বিজ্ঞান-প্রবাহও আছে। সন্তান বা সমষ্টিরূপ বস্তুকে শাস্ত্রকারগণ দ্রব্যসৎ না বলিলেও প্রজ্ঞপ্তিসৎ বলিয়াছেন। যাহা প্রত্যক্ষ বা যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় সেই বস্তুগুলিকে দ্রব্যসৎ, যাহা ঐ প্রকারে প্রমাণিত হয় না অথচ নানা ব্যবহার যাহার দ্বারা সিদ্ধ হয়, সে প্রকার বস্তুকে প্রজ্ঞপ্তিসৎ বলা হইয়াছে। আর যদি প্রাণীর অনন্ত প্রবাহ-গুলিকে মিলাইয়া ব্রহ্মরূপ বিজ্ঞান-প্রবাহ ধরা যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্রহ্মরূপ বিজ্ঞান-প্রবাহটী সহজতঃ অনাদিও অনন্ত হইয়াই যাইবে এবং উহাকে নিত্য বা শাশতই বলা সঙ্গত হইবে। উক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াই ব্রহ্মচারী ভগবান্ বিজ্ঞানকে অস্থির ও স্থির এই দুই প্রকারই বলিয়া থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগত-ভাবে গ্রহণ করিয়াই তিনি আবার ভেদাভেদের কথাও বলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল বিজ্ঞানকেই ব্রহ্মচারী ভগবান্ সবস্তুক বা সবিষয়ক বলেন। সর্ব্বথা বিষয়গন্ধ বর্জ্জিত কোনও বিজ্ঞান থাকিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার সিদ্ধান্ত। এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, বিজ্ঞান নির্ব্বিষয়ক থাকিতে পারে কিনা। এ বিষয়েও বুদ্ধির সাহায্যেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, যাহা আমার বুদ্ধিগম্য হইবে না এমন কোনও কথার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিতেই তিনি উপদেশ দেন। বাস্তবিকও বোধ হয় তাহাই। অবোধ্য কথার পেছনে ছুটিলে কুসংস্কার ছাড়া কোনও কল্যাণকর কিছু কেহ লাভ করিতে পারে না। তবে বুদ্ধিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করা আবশ্যক এবং তত্ত্বের চরমসীমাপর্য্যন্ত বুদ্ধি পৌঁছায় বলিয়াই তিনি মনে করেন। আমরা আমাদের অনুভব এবং যুক্তির সাহায্যেই বিচার করিব। নীলের বিজ্ঞান পীতের বিজ্ঞান এইভাবেই বিজ্ঞানকে আমরা বুঝি; অতএব, ঐবিজ্ঞানগুলি যে সবিষয়ক, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। বুদ্ধির দ্বারা নীল বা পীতাত্মক স্থূল বস্তু যখন পাওয়া গেল, তখন তাহাই চিহ্ন বা সাক্ষী হইয়া থাকিল অনন্ত প্রসারিত কার্য্যকারণাত্মক বস্তু পরম্পরার। নীলের কারণ, তাহার কারণ, তাহার কারণ এইভাবে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতমাদিরূপে কার্য্যকারণভাবাপন্ন অনন্ত বস্তুগুলিরইত জ্ঞান পাওয়া যায়। চরম বিষয়গুলি বাক্যমনের অতীত আখ্যায় গিয়া বিজ্ঞানে বদ্ধ হয়। ঐবিজ্ঞানও নিজ বিষয়ের সূক্ষ্মতমতাহেতু অবাঙ্‌মনসগোচর নামে আসিয়া উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। সুতরাং, বিচারের সূক্ষ্মতায় বিজ্ঞানকে অবাঙ্‌মনসগোচর-রূপ বিষয়ে সবিষয়ই বলিতে হয়। এইভাবে ভিন্ন অন্য কোনও ভাবেই বিজ্ঞানকে আমরা নির্ব্বিষয় বলিয়া বুঝিতে পারি না। সুতরাং, বিচারও অনুভবের নিকট ইহাই সত্য যে, শাস্ত্রে যে নির্ব্বিষয় বিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে এবং বিজ্ঞানকে বাক্য মনের অতীত বলা হইয়াছে, তাহাও অবাঙ্‌মনসগোচররূপ বিষয়ে সবিষয়, নীল পীতাদি বিষয়ে নহে। বিষয়ের অবাঙ্‌মনসগোচর-তার কারণেই ঐ প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম বিজ্ঞানকে বাক্যমনের অতীত বলা হইয়াছে। অন্যথা, নির্ব্বিষয় বিজ্ঞানের পেছনে ছুটিলে অচেনা অজানার দেশে গিয়া মৃত্যুকেই টানিয়া আনিতে হইবে। বুদ্ধিই চরম তত্ত্ব, উহার দ্বারাই কল্যাণ লাভ হয়। অবুঝকে অচেনাকে নাগালের বর্হিভূতকে বুদ্ধি বলিয়া ধরিলে, উহা শিথিল হইয়া যাইবে। কল্যাণ পাওয়া যাইবে না।

এক্ষণে আমরা বিচার করিয়া দেখিব বুদ্ধি ও বস্তু ইহাদের সম্পর্ক কি এবং উহারা পরস্পর সম্পর্ক রহিত হইয়া থাকে কিনা। আমরাও নিজের বুদ্ধি অনুসারেই বিচার করিব, ধার করিয়া কেবল কথায়'ত আমরা বিচার করিব না বলিয়াই পূর্ব্ব হইতে ঠিক্ করিয়া ফেলিয়াছি। কেবল কথার বিচারে ত বুঝের বোধ হইবে না। "ফুলটীকে আমি দেখিতেছি, একটী বাড়ী দেখা যাইতেছে" এই আকারেই আমরা জ্ঞানগুলিকে পাই, "ফুলটী জ্ঞান হইয়া গেল" এই আকার লইয়া আমরা জ্ঞানকে পাই না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং, বিষয়বিষয়ীভাবেই ফুল ও জ্ঞান আমাদের নিকট আসে, জ্ঞানটী বিষয়ের সহিত তদাত্ম্যাপন্ন হইয়া আমার নিকট সহজভাবে আসে না। অতএব, প্রকাশক জ্ঞানই যখন বিষয়কে নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া আমাদের নিকট আনে, এবং জ্ঞান ছাড়া অপর সাক্ষী যখন নাই; তখন বাধ্য হইয়াই বিষয় ও জ্ঞানের ভেদ মানিতে হয়। এই প্রকার বিচারের দ্বারা অনেকানেক দার্শনিকই জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা এত তাড়াতাড়ি জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ মানিব না। উক্ত বিচার সকল দিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে কিনা তাহাও দেখিব। গরু ও মহিষের ন্যায় জ্ঞান ও বিষয় যদি বস্তুতঃই একান্ত পৃথক্ হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ বিষয়বিবর্জ্জিত জ্ঞানেরও প্রাপ্তি হওয়া উচিত। কারণ, দুইটী বস্তু একান্ততঃ পৃথক্ হইলে সময়বিশেষে এককে বাদ দিয়াও অপরকে পাওয়া যায়। আমরা মহিষকে বাদ দিয়াও গরুকে পাই এবং গরুকে বাদ দিয়াও মহিষকে পাইয়া থাকি। বিষয়বিবর্জ্জিত-ভাবে জ্ঞানকে যে পাওয়া যায় না ইহা আমরা সকলেই জানিয়াছি। সুতরাং, জ্ঞান ও বিষয় সর্ব্বথাই পৃথকতত্ত্ব, ইহা আমরা বলিতে পারি না। এই যে জ্ঞানের বিষয়াযোগের অভাব, ইহাই উহাদের একান্ততঃ ভিন্নতার পক্ষে অসমঞ্জস হইয়া যাইতেছে। এমন কোন বিষয়কেও আমরা সৎ বা অস্তি বলিতে পারি না, যাহা কাহারও জ্ঞানে কখনও অর্থাৎ অতীতে ধরা পড়ে নাই, বর্ত্তমানেও ধরা দিতেছে না এবং ভবিষ্যতেও ধরা পড়িবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপিচ, জ্ঞানে বিষয়ের তাদাত্ম্য আছে বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, বিষয়েও জ্ঞানের তাদাত্ম্য আছে। একটীতে অপরটীর তাদাত্ম্য থাকিলে অপরটীতেও একটী তাদাত্ম্য থাকিবেই। বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতানিবন্ধনও জ্ঞানসম্পর্কবর্জ্জিতভাবে বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, জ্ঞানের বিভিন্ন আকারগুলিকেই তাহাদের বিষয় বলিতে হয়। আকারকে আকারী হইতে পৃথক্ বলা যায় না এবং আকার ও আকারী এই ভাবে সংজ্ঞার ভেদ থাকায়, জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ কল্পিত হইয়া হইয়া থাকে। এইভাবে বিচার করিলে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদা-ভেদও আসিয়া পড়ে। বিষয়ও প্রকাশ পায় বলিয়াই আমরা যখন বুঝি, তখন কোনও প্রকারই ইহা আমরা বলিতে পারি না যে, জড় ও প্রকাশরূপে বিষয়ও বিষয়ী ইহারা ভিন্ন পদার্থ। জড়ও হইবে আবার প্রকাশও পাইবে, ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা। সুতরাং, প্রকাশ পায় বলিয়াই বিষয়ের প্রকাশস্বভাবতা স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কারণেই ব্রহ্মচারী ভগবান্ জ্ঞান ও বিষয়ের একান্ততঃ ভেদ অস্বীকার করেন। তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও ভেদ নিয়া বিষয়বিষয়িভাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই, তিনি আবার বিষয়বিষয়ীর ভেদাভেদের কথা বলেন। তিনি একান্ততঃ বুদ্ধিবাদী বলিয়াই সাবধানে যুক্তির সাহায্যে তদীয় গম্ভীরার্থবোধক বাক্যাবলীর তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোক্ত বিচারের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, যে কোনও একটি স্থূল নীল বা পীতাদি বস্তুকে গ্রহণ করিলে আমরা, তাহার কারণ তাহার কারণ এইভাবে কার্য্যকারণপরম্পরার অনুসন্ধানের ফলে আমরা অনন্ত প্রসারিত সূক্ষ্মে আসিয়া উপস্থিত হই। সূক্ষ্মটী সূক্ষ্ম হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসে, যখন ঐ অবস্থা আর সূক্ষ্মও থাকিল না, উহা শক্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শক্তি আবার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ক্রমে এমন অবস্থায় আসিল, যাহা শূন্যে মিলাইয়া গেল। এই যে অনন্তপ্রসারিত শূন্য, ইহা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পক্ষেই সমান হইল অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ইহারা প্রত্যেকেই সূক্ষ্ম হইতে হইতে শূন্যে পর্য্যবসান-প্রাপ্ত হইয়া গেল। শূন্যে হইয়া যাওয়ায় পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ শূন্যাবস্থাগুলির মধ্যে আর কোনও ভেদ বা বৈষম্য খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, সবই যেন উবিয়া গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এই যে পঞ্চভূতের মিলিত শূন্যাবস্থা, ইহার নাম হইল মহাশূন্য। এই মহাশূন্যই চরমতত্ত্ব। ইহাই জগতের পরমাশ্রয়। এই মহাশূন্য হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ। ইহারই গর্ভে বস্তুজগতের সবকিছু চির বিশ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। এই যে মহাশূন্য, ইহা কল্পনায় বিলাস বা কথা শুনিয়া ধরিয়া লওয়া অজ্ঞাত বস্তু নহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যুক্তিসিদ্ধ। ইহা কোনও দলবিশেষের পক্ষে যুক্তি সিদ্ধ নহে। কুসংস্কারবর্জ্জিত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা সকলের পক্ষেই যুক্তি সিদ্ধ হইবে। কারণ, পরিদৃশ্যমান জগৎ এই মহাশূন্য দেবতারই প্রতীক বা সাক্ষী।

এইবার বিচার করিয়া দেখা যাউক বস্তুজগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগৎ যে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান, তাহাও মহাশূন্যে মিলাইয়া যায় কিনা। আমরাত বস্তুর তত্ত্ববিচার করিতে করিতে পূর্ব্বেই মহাশূন্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ব্যবহারিক জগতে যাহা দেখিতে পাই অর্থাৎ যাহা আমার বর্ত্তমানে পরিচিত আছে, তাহা হইতেই বিজ্ঞানের উপাদান খুঁজিয়া বাহির করিব। কোনও মত-বাদের উপর নির্ভর করিয়া অবুদ্ধিপূর্ব্বক উহা আমরা করিব না। নানা ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমন্বিত আমাদের দেহ এবং নীল পীতাদি বাহ্যবিষয় এই দুইটি বস্তু আমাদের অবলম্বন। ইহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা জ্ঞানের উপাদান বাহির করিব। শরীর বা বিষয় ইহাদের যে কোনওটীর অভাবে জ্ঞান হয় না বলিয়াই আমরা জানি। এই দুইএর মধ্যে আবার জ্ঞান দেহে থাকে বলিয়াই আমাদের সহজ প্রতীতি আছে। কারণ, দেহরূপ আমিকে লইয়াই "আমি অমুক বিষয় জানি" এই আকারে আমাদের জানার বোধ হয়। এক্ষণে আমরা অজানা অচেনা জন্মান্তর লইয়া সিদ্ধান্তকে জটিল করিয়া তুলিব না। আমাদের সহজ সিদ্ধান্তে জন্মান্তর অনুপপন্ন হইলে, তখন আমরা অন্য পন্থা অবলম্বন করিব। কথিত পরিস্থিতিতে দেহকেই আমরা জ্ঞানের উপাদান বলিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, দেহাশ্রিত হইয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশে গড়া দেহের উপাদানের চরম পরিসমাপ্তি যে শূন্যে আসিয়া বিশ্রান্ত হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে জানিয়াছি। সুতরাং, দেহ জ্ঞানের উপাদান হইলে ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত শূন্যেই জ্ঞানের উপাদান ও বিশ্রান্ত হইয়া গেল। এক্ষণে আমরা আমাদের মহাশূন্যকে মহামহাশূন্য বা আরও অনেক "মহা"র যোগে উহাকে মহামহামহা ইত্যাদিরূপে শূন্য বলিতে পারি। সুতরাং, এক্ষণে আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ঐ মহাশূন্যই, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক মিলিয়া যে বিরাট বিশ্বটী, তাহার একমাত্র উপাদান। ঐ উপাদানের যে শূন্যতা ছাড়া অপর কোনও অবস্থা নাই এবং হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি। ঐ মহাশূন্যের গর্ভেই বাহ্য ও আধ্যাত্মিক এই দ্বিবিধ জগৎ বিশ্রান্ত হইয়াছে। উহাই বিশ্বশক্তির মূল উৎস। উহাকে জড় বা যে কোনও নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, অথবা উক্ত নামদ্বয়ের কোনও নামেই উহাকে অভিহিত করা উচিত হইবে না। উহাই প্রাণের প্রাণ বা মহাপ্রাণ উহা হইতেই জড় বা আধ্যাত্মিক যে কোনও তত্ত্বের সৃষ্টির আরম্ভ এবং উহাতেই পরিসমাপ্তি। ঐ শূন্যই বিরাট বা ব্রহ্ম, কারণ, উহাতেই দ্বিবিধ জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে, ঐ শূন্যই পরমেশ্বর। কারণ, উহাই জড় বা জ্ঞানশক্তি উৎস, ঐ শূন্যই পরমাত্মা, কারণ, ঐ স্থানেই সকল অহংএর পরিসমাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাশূন্যরূপ চরম তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিব যে, তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ আছে কিনা। আমরা জ্ঞান বা বুদ্ধিরূপ চিহ্নকে অবলম্বন করিয়া তাহার কারণপরম্পরার অনুসন্ধান করিতে করিতে এমন স্থানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি, যাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম হইতে হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া শূন্যে আসিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছে। শূন্য বলিয়াই ভেদের সম্ভাবনা না থাকায়, জড় বস্তুর তত্ত্বরূপ শূন্য ও জ্ঞানের তত্ত্বরূপ শূন্য এই দুই শূন্য মিলিয়া গিয়াছে এবং উহা মহাশূন্যতায় পর্য্যবসানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এ বিষয়ে ইহা অবশ্যই বিচার্য্য হইবে যে, আমরা যে চিহ্ন বা সাক্ষীকে অবলম্বন করিয়া শূন্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সেই চিহ্ন বা সাক্ষীটী যথাযথভাবে আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে কিনা। যদি তাহা ঠিক্ ঠিকভাবে ধরা না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সাক্ষীতে গোলমাল থাকায়, তাহার ফলেও গোলমাল থাকিবেই। সাক্ষীতে সন্দেহের অবকাশ থাকিলে, তৎপ্রদত্ত বিবরণে সন্দেহ আসিবেই। কেহ যদি কুসংস্কার বা নির্ব্বুদ্ধিতাদোষে সন্দিগ্ধ সাক্ষীর বিবরণে বিশ্বাস করিতে চাহেন, তাহা তিনি করুন, আত্মপ্রবঞ্চনার আনন্দে তিনি বিভোর হইয়া থাকুন, তাঁহাকে আমরা কিছু বলিব না; কিন্তু, যিনি তত্ত্বার্থী হইবেন তাঁহাকে অবশ্যই নির্ম্মম হইতে হইবে, বিচারে যদি সব কিছু ফাঁকা হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেলেও ঐ নিরাশার আনন্দেই তাঁহাকে মাতিয়া উঠিতে হইবে। এইরূপ হইলে পাপ পুণ্যের, বিধিনিষেধের পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, নিশ্চিন্ত মনে স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার লইয়া সময় কাটান যাইবে। এইভাবে ফাঁকা হওয়ার যে কত মূল্য, তাহা তখন বুঝা যাইবে, যখন সব কিছু ফাঁকা হইয়া যাইবে। আমার অজ্ঞাত কোনও অদ্ভুত দুষ্প্রাপ্য মহামূল্য বস্তু আছে, এই বিশ্বাসেইত বিধিনিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমরা দুঃখ পাই। সুতরাং, সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ থাকিলেও, তাহাকে আমরা তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিব না এবং করা উচিত হইবে না। যদি কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন তাঁহার কথা শুনিব, শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লইব। কিন্তু, সাবধান হইয়া তাঁহার কথা শুনিব, সতর্ক থাকিব যে, ভুল করিয়া অপ্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া অবুদ্ধকে বুঝিলাম বলিয়া মনে না করি।

নীলপীতাদিবস্তুর জ্ঞানরূপ সাক্ষীকে অবলম্বন করিয়া আমরা মহাশূন্য পর্য্যন্ত তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিব যে, সাক্ষীটিকে আমরা যথাযথভাবে জানি কিনা। পূর্ব্বেই আমরা জানিয়াছি যে, দেহের উপাদানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কারণ, অন্যপ্রকার কোনও উপাদান পাওয়া যায় নাই। ক্ষিতি, জলাদি ভৌতিক বস্তুগুলিই দেহের উপাদান, অতএব, উক্ত ভৌতিক উপাদানেই জ্ঞানও গঠিত হইয়াছে; নীলপীতাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৌতিক বস্তুগুলি যে ভৌতিক উপাদানেই গঠিত হইয়াছে, তাহাত আমাদের জানাই আছে এবং অন্য সকলেও তাহা স্বীকার করেন। নীলবস্তুটিও তাহার জ্ঞান, এই দুইই যদি ভৌতিক উপাদানে গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা একটিকে জড় ও অপরটিকে চৈতন্যাত্মক বলিয়া কি প্রকারে উহাদের জাতিগত-বৈষম্য প্রমাণিত করিতে পারি। যদি বলা যায় যে, উপাদানগুলির ভাগের বা মিশ্রণের তারতম্যে উভয়ের মধ্যে জাতিগতবৈষম্য আসিয়া গিয়াছে; তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে উক্তপ্রকার সমাধানকে আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। কারণ, বাস্তবিকপক্ষেই যে বস্তু ও তাহার জ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে উপাদানের ভাগগত বা মিশ্রণের পৌর্ব্বাপর্য্যগত কোনও তারতম্য আছে, তাহাই জানিতে পারা যায় নাই। সুতরাং, অজ্ঞাত ঐ তারতম্যের দ্বারা জ্ঞান ও বস্তুর মধ্যে জাতিগত বৈষম্য প্রমাণিত করা যায় না। উভয়ের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আছে, ইহা ধরিয়া লইয়াই উপাদানের ভাগে বা মিশ্রণে তারতম্যের কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব, উক্ত কল্পনা অন্যোন্যাশ্রয়রূপ দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। জাতিগত বৈষম্য থাকিলে উপাদানের ভাগে বা মিশ্রণে তারতম্য থাকিবে এবং তারতম্য থাকিলে তবে উভয়ের জাতিগত বৈষম্য আসিবে। সুতরাং, এক্ষণে ইহা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা গেল যে, উপাদানের ভাগগত বা মিশ্রণের পৌর্ব্বাপর্য্যের তারতম্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ের একটি জড় ও অপরটিকে চৈতন্যাত্মক অর্থাৎ অজড় বলিয়া প্রমাণিত করা যায় না।

যদি বলা যায় যে বস্তুকে জড়স্বভাব এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে অজড়স্বভাব বলিয়াত প্রত্যক্ষেই আমরা পাই; সুতরাং, উহা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, পূর্ব্বপক্ষীর কথাকে আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ, প্রত্যক্ষের করণরূপে আমরা যে চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে পাই, তাহাদের বস্তুগ্রহণে সামর্থ্য থাকিলেও, বস্তুর জড়ত্বগ্রহণে উহাদের সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়গুলি অতিশয় স্থূলভাবেই বস্তুর স্বরূপ গ্রহণ করে, কোনও সূক্ষ্মতার উহারা গ্রহণ করিতে পারে না। জ্ঞানত আদৌ কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীতই হয় না। জ্ঞানাতিরিক্তভাবে মনকে'ত খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। সুতরাং, জ্ঞানের অজড়স্বভাবতা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, ইহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিবেন না।

যদি বলা যায়, যে জ্ঞানত স্বতঃপ্রকাশ বস্তু, তাহা অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজের অবস্থা প্রকাশ করে। সুতরাং, জ্ঞান নিজেই নিজের অজড়স্বভাবতা জানাইয়া দেয়। নীলাদি বস্তুগুলি নিজেরা নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারে না, উহারা জ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ পায়। এই যে স্বতঃপ্রকাশতা ও পরতঃপ্রকাশতারূপ বৈষম্য, ইহার দ্বারাইত বস্তু ও তদ্বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান, এই উভয়ের জাতিগত বৈষম্য প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, পূর্ব্বপক্ষী না বুঝিয়াই সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ, তিনি নিজেই বহুপ্রকার বৈষম্য সত্ত্বেও অনেক স্থলেই বস্তুগুলির জাতিগত বৈষম্য স্বীকার করেন নাই। নীল ও পীত এই দুইটি বস্তুর মধ্যেও অনেক প্রকার বৈষম্য তিনি স্বীকার করেন, অথচ উভয়কেই তিনি জড়-স্বভাব বলেন। সুতরাং, বৈষম্যের দ্বারা জড়াজড়স্বভাবতা প্রমাণিত হয় না। যদি তিনি বলেন যে, অন্যপ্রকার বৈষম্যের দ্বারা জড়াজড়স্বভাবতা প্রমাণিত না হইলেও, স্বয়ংপ্রকাশতা ও পরপ্রকাশতারূপ যে বিশেষ বৈষম্যটী, তাহার দ্বারাই জ্ঞান ও বিষয়ের জড়াজড়স্বভাবতা প্রমাণিত হয় এবং ঐ জড়াজড়ত্বের দ্বারাই জ্ঞান ও বিষয়ের ভিন্নজাতীয়তা আসে। তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, পরপ্রকাশ্যতা ও জড়ত্ব এবং স্বয়ং প্রকাশতা ও অজড়ত্ব, ইহারা অভিন্ন হওয়ায় একের দ্বারা অপর প্রমাণিত হয় না। অভিপ্রায় এই যে, পরপ্রকাশ্যতা ও জড়ত্ব অভিন্ন হওয়ায় অর্থাৎ পরপ্রকাশ্যতাটি জড়ত্বের নামান্তর হওয়ায় এবং স্বয়ং প্রকাশতাটি অজড়ত্বের বা চৈতন্যের নামান্তর হওয়ায়, উহার একটি অপরকে প্রমাণিত করিতে পারে না।

আরও কথা এই যে, পূর্বপক্ষী যে জ্ঞানকে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়াছেন, তাহাইত অদ্যাবধি প্রমাণিত হয় নাই। নৈয়ায়িক বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মীমাংসক অর্থাৎ ভাট্ট সম্প্রদায় জ্ঞানকে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জ্ঞান যদি বাস্তবিক পক্ষেই স্বতঃপ্রকাশ হইত অর্থাৎ নিজের অবস্থাগুলি নিজেই স্বাভাবিকভাবে জানাইয়া দিত, তাহা হইলে জ্ঞানসম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হইত না। বাস্তবিক পক্ষেও আজ পর্য্যন্ত ইহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই যে, জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে না, অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং, অজ্ঞাত ঐ স্বতঃপ্রকাশতাকে নিয়া আমরা স্বয়ং কিছুই বুঝিতে পারিব না। যুক্তির সাহায্যেও বুঝিবার উপায় নাই। কারণ, সঙ্গে সঙ্গেই বিরুদ্ধ যুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং, জ্ঞানকে যে আমরা চিনিতে পারি নাই, তাহা একপ্রকার নিশ্চিতই আছে। অতএব, ঐ অচেনা সাক্ষীটিকে লইয়া কোনও সিদ্ধান্ত করিলে, তাহা অপসিদ্ধান্তই হইবে।

অপিচ, আমরা চন্দ্র সূর্য্যপ্রভৃতি বাহ্য বাস্তবগুলিকে দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি; কিন্তু, বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, ঐ বস্তুগুলিকে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অত দূরবর্ত্তী বস্তুর সঙ্গে আমাদের দেহ বা ইন্দ্রিয়াদির কোনও সম্পর্ক আমরা খুঁজিয়া পাই না। কেবল দেখিতে পাই, এই প্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা নানাপ্রকার অসম্ভবের কল্পনা করি। কেহ বলি ইন্দ্রিয় যাইয়া ঐ দূরবর্ত্তী চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয় এবং কেহ বা বলি, উহাদের প্রতিবিম্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.

আসিয়া চক্ষুতে পড়ে। কিন্তু, ইহার কোনটাই হয় কিনা, তাহা আমরা নিজেরাই অদ্যাবধি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এত-দূরবর্ত্তী বস্তুতে এত দ্রুত চক্ষুরিন্দ্রিয় যাইতে পারে বলিয়া ধারণা করা, নিতান্ত সহজ হইবে না। চক্ষু খোলামাত্রই চন্দ্র, সূর্য্য দেখা যায়, কোনও বিলম্বই ইহাতে হয় না। চক্ষু যাইয়া ঐ সকল বস্তুতেতে পড়ে, এই প্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা আলোর সম্বন্ধে ঐ প্রকার অস্বাভাবিক গতির কল্পনা করি। কেহ বা আলোর সাহায্যে ঐ চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব আনিয়া চক্ষুতে স্থাপন করেন, দূরবর্ত্তী চন্দ্র সূর্য্য দেখা যায় বলিয়া তাঁহার ধারণা আছে। বাস্তবিক যে কি হইল তাহা তিনিও বুঝিলেন না। কেবল নানা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানা কথা বলিলেন। এই সংস্কারের তারতম্যেই আজ আমরা অনন্ত প্রকার মতবৈষম্য দেখিতে পাই। জাগরণে যে ভাবে আমরা চন্দ্র সূর্য দেখি, স্বপ্নেও ঠিক্ সেই ভাবেই আমরা চন্দ্রসূর্য্যাদি দেখিতে পাই। সেই স্থলে কিন্তু আমরা বিষয় বা ইন্দ্রিয়ের আসা যাওয়ার কথা বলি না। কে বলেন ঐ দেখা আদৌ দেখাই নহে, উহা স্মরণ; কেহ ব বলেন উহাও দেখাই, পরন্তু, ঐ স্থলে আমাদের ভিতরে তাৎকা-লিক চন্দ্র-সূর্য্য তৈরী হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। যাঁর যে রূপ মর্জ্জি তিনি আমাদের নিকট যা খুসি বলিয়া গেলেন, আমরাও তাঁহাদের বিরুদ্ধে বলা অপরাধ মনে করিয়া, না বুঝিয়া সব মানিয়া লইলাম এবং সেইটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। অপরাধের ভয়ে ইহা ভাবিবার অবকাশ পাইলাম না যে, জাগরণ ও স্বপ্নে দেখাটী একই প্রকার হইল, তবে উহাদের কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন হইল কেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, আমরা কেহই সংস্কারবিনির্ম্মুক্ত-ভাবে কোনও কিছু চিন্তা করি না এবং যাহা বুঝিলাম বলিয়া মনে করিলাম, বাস্তবিকই তাহা বুঝিলাম কিনা তাহাও ভাবি না।

এই সকল বস্তুর সহিত আমার সম্পর্ক হয় এই প্রকার সংস্কারকে পরিত্যাগ করিলে আমরা কি পাই? আমরা পাই চন্দ্র সূর্য্যাদি বস্তুর প্রত্যক্ষ এবং আমদের নিজ নিজ দেহ। এই দুইটিকে অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, আমাদের যে স্বয়ং-ক্রিয় দেহযন্ত্রটি আছে, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং স্বয়ংক্রিয় বলিয়াই ঐ অবস্থাগুলি আসে। ইহাতে বর্হিজগতের কোনও প্রভাব নাই। এই অবস্থাগুলি সবই ক্রিয়াত্মক, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুরোধে ইহা-দের কোনটিকে জ্ঞান, কাহাকেও সুখ, কাহাকেও বা বেদনা বা দুঃখ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেখা নামক যে অবস্থাটি, তাহা বলা রূপ বা হর্ষ বিষাদাদি রূপ কতকগুলি অবস্থান্তর আনিয়া দেয়। ঐ সকল অবস্থা হইতে আবার অন্য প্রকার শারীরিক অবস্থা, তাহা হইতে আবার অন্য প্রকার শারীরিক অবস্থা আসে। দেহের স্বয়ংক্রিয়তা আছে বলিয়াই, এই সকল অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যকালে দেখা বা বলার অবস্থা যে রূপ হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দেহের পরিবর্ত্তনের জন্য, তখন দেখা ও বলার প্রকারও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শরীরে আঘাত পাইলে তাহাতে এক প্রকার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাকে বেদনা এবং অন্য কারণে আগত অন্য অবস্থাকে আনন্দ নামে অভিহিত করা হয় এবং ঐ দ্বিবিধ অবস্থার পরবর্ত্তী শারীরিক অবস্থাগুলিও ভিন্ন ভিন্ন আকারেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ক্রিয়াত্মক অবস্থাগুলি ছাড়া, জ্ঞান সুখ বা বেদনা বলিয়া কিছু নাই।

এই যে নানা প্রকার কল্পনা করা গেল, এইগুলিও দৈহিক ক্রিয়াই, দেহের স্বয়ংক্রিয়তা আছে বলিয়া এইগুলি আসিয়াছে। একটীর পর একটী স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবেই দেহযন্ত্রটী তৈরী হইয়াছে। এই প্রণালীতে বিচার করিলে যে, তাহা একেবারেই অসমঞ্জস হইয়া যাইবে আমি তাহা মনে করি না। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াও সকল সমস্যারই সমাধান পওয়া যাইবে। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ অতিশয় সংক্ষিপ্ত, তজ্জন্য ইহাতে বিচারের প্রণালী মাত্রই প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্ব সংস্কারের বেশী মূল্য না দিলে, এই ভাবের বিচারকেও নিতান্ত অশোভন বলা যাইবে না। শাস্ত্রলব্ধ অর্থের বিরুদ্ধে এই প্রকার আঘাত করিলাম বলিয়া অনেকেই যে, ক্রোধের বশে আমাকে কিছু বলিবেন তাহা আমি জানি। তথাপি, আঘাত করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি সাবধানে চিকিৎসা করিতে হইবে। সমাধান করিতে না পারিলে বুঝা যাইবে যে, না বুঝিয়াই পরের কথায় আমরা শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই প্রকার হইলেও ব্যবহারিকরূপে জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি পদার্থগুলিকে স্বীকার করিতে আমাদের কোনও বাধা নাই। বিনা তত্ত্বেই প্রায়শঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। কোনও তত্ত্ব না থাকিলেও, মূল্যবিনিময়ে বা দানাদির দ্বারা একের জমি অপরের হইতে দেখা যায়। যে স্থানের জমি তাহা সেই স্থানেই থাকে। পূর্ব্বে তাহা রামের ছিল, রাজার স্বীকৃতিতে এক্ষণে তাহা শ্যামের হইয়া গেল। বাস্তবিক পক্ষে কি যে হইল তাহা, কিন্তু আদৌ বুঝা গেল না। সুতরাং, লৌকিক বা আধ্যাত্মিক যে কোনও প্রকারের ব্যবহারই হউক না কেন, তাহা যে বিনা তত্ত্বেই হইতে পারে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। জ্ঞান প্রমাণিত না হইলে অন্য কিছু যে প্রমাণিত হইতে পারে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

জ্ঞানের দ্বারা যদি বাহ্য বস্তু ঘটপটাদির অস্তিত্ব প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক বস্তু যে আমাদের দেহ, তাহাও প্রমাণিত হইবে না। দেহ প্রমাণিত না হইলে তাহার স্বয়ংক্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাও অপ্রমাণিতই হইয়া যাইবে। কাজেই, বস্তু ও দেহকে সাক্ষী করিয়া যে মহাশূন্যকে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং, তত্ত্বতঃ কিছুই প্রমাণিত হয় না বলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে হইবে। কল্পনার উপর কল্পনা করিয়া যাওয়াই প্রাণি-জগতের কাজ। ব্যবহারিক জগৎ কি বাহ্যে কি অধ্যাত্ম্যে সর্ব্বত্র কল্পনার উপরেই মহাশূন্যে প্রতিষ্ঠিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ash

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.